কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 20 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

'সফলতার শিখরে যাবে দেশ'

মুন্সীগঞ্জে ১২৩ লাইব্রেরির উদ্বোধন

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছেন, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান অর্জন। বই মানুষকে সমৃদ্ধ করে, জাতিকে করে শক্তিশালী। এখন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিগুলো পথে-প্রান্তরে ছুটবে যখন, পৌঁছাবে গ্রামেগঞ্জে, তখন দৌড়াবে বাংলাদেশ। লাইব্রেরিগুলো জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এভাবে সৃজনশীল কাজের মাধ্যমেই সফলতার শিখরে যাবে দেশ। গতকাল মুন্সীগঞ্জে ৬৯টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গভর্নর এ কথা বলেন।

মুন্সীগঞ্জে গতকাল বিকেলে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিসহ ১২৩টি লাইব্রেরি। এখন থেকে জেলার ৬৭টি ইউনিয়ন এবং দুটি পৌরসভার বাসিন্দারা একটি করে এই লাইব্রেরির সুবিধা পাবে। আর ৬৯টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের ঘরে ঘরে বই পৌঁছে দেবে। এ উপলক্ষে আয়োজন করা অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ফিতা কেটে এবং বেলুন উড়িয়ে লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. আবুল কালাম আজাদ। জেলা প্রশাসক সাইফুল হাসান বাদলের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন হরগঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ মো. সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল হালিম, অধ্যাপক সুখেন চন্দ্র ব্যানার্জী, এডিসি (হারুনুর রশীদ, টঙ্গিবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার কাজী ওয়াহিদ, গজারিয়ার ইউএনও মাহবুবা বিলকিস, সিরাজদিখানের ইছাপুরা ইউপি চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুল মতিন হালদার ও মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি মীর নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল।

অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', এ পি জে আবদুল কালামের লেখা 'উইংস অব ফায়ার', 'সকলের বঙ্গবন্ধু' সহ ১০টি করে বই প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি মুখ্য সচিব মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, লাইব্রেরি তথা এই জ্ঞানচর্চার আন্দোলন ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বর্তমান সরকার অনেকগুলো সৃজনশীল প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

উদ্বোধন করা লাইব্রেরিগুলোতে রয়েছে হরেক রকম বই। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে রেজিস্টারের মাধ্যমে বই নেওয়া যাবে, পরে তা ফেরত দিতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে লাইব্রেরির যাবতীয় খোঁজখবর এবং বইয়ের চাহিদা রেজিস্টার তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবকে।